দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... DEC. 1 0 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

47

সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

টাঙ্গাইলের হাট ফতেপুর উচ্চবিদ্যালয় নদীতে নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম

টাঙ্গাইল থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ লৌহজং নদীর ব্যাপক ভাঙনে মির্জাপুর থানার প্রসিদ্ধ হাট ফতেপুর উচ্চবিদ্যালয় নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হয়েছে। বাসাইল ও মির্জাপুর থানার সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত এই বিদ্যালয়টি নদীগর্ভে বিলীন হলে ৩০টি গ্রামের সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীর পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যাবার আশংকা দেখা দিয়েছে।

দীর্ঘদিন আগে প্রতিষ্ঠিত হাট ফতেপুর বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়টি বিগত ১৯৮৮ সালের প্রলয়ংকরী বন্যায় লৌহজং নদীগর্ভে একবার সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বন্যা-উত্তরকালে তৎকালীন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান একাব্বর হোসেনের সক্রিয় সহায়তায় নদীর উত্তর তীরে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় ১শ' ৭৯ শতাংশ জমি ভরাট করে বিদ্যালয়টি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু '৯৮ সালের দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপক বন্যায় লৌহজং নদী ভয়ংকর রূপ নিলে পুনঃ ভাঙন শুরু হয় এবং বিদ্যালয়টির শতকরা ৩৫ ভাগ অংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এ বছরের বন্যার পর থেকেই ভাঙন অব্যাহত আছে। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়টির প্রায় ৭০ শতাংশ ভূমি নদীগর্ভে চলে গেছে। অর্ধ লক্ষাধিক টাকার বিভিন্ন প্রজাতির গাছ নদীতে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক 'সংবাদ'-কে জানান, এ ব্যাপারে থানা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে আবেদন জানালে বন্যা-উত্তর পুনর্বাসন কর্মসূচির অধীনে মাত্র ৩৫ হাজার টাকা অনুদান মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু এই সামান্য অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

প্রধান শিক্ষক জানান, নদীর ভাঙন রোধে পর্যাপ্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া না হলে হাট ফতেপুর উচ্চবিদ্যালয় নদীগর্ভে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যাবে এবং মির্জাপুর, ফতেপুর, পাটদিঘি, সুতানড়ি, থলপাড়া বহনতলী, গোড়ালী, হিলড়া, আদাবাড়ি, গোবিন্দপুর, তেতুলিয়া এবং বাসাইল থানার কাঞ্চনপুর, জতুকি ও মটেশ্বরসহ ৩০টি গ্রামের সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে।